কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৫-৫-৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৮ম সভার কার্য বিবরণী

বিগত ৫-৫-৯৮ইং তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে সীড প্রমোশন কমিটির ৮ম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট "খ" এ দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানান এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি'কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ ১৯৯৭-৯৮ উৎপাদন মৌসুমের জন্য আমন বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ঃ

আলোচনা ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ আমন বীজ বিতরণ মৌসুমে বিএডিসি যথাক্রমে ৪৮৮৮ টন ও ৫৩০৬ টন আমন বীজ বিতরণ করেছে এবং বর্তমানে ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে ৩৭৮৭ টন আমন বীজ বিতরণ কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন যে, বিগত মৌসুমে আমন বীজের অস্থিতিশীল বাজার মূল্যের কারণে বিএডিসি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমন বীজ সংগ্রহ করতে পারেনি। তিনি আরও বলেন যে, আমন বীজের সার্বিক চাহিদা, বিক্রীর ধারাবাহিকতা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা ও পিপি'র লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করে চলতি ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমে বিএডিসি ৯টি জাতের ৭০০০ টন প্রত্যায়িত এবং ১৪১ টন ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করেছে এবং বর্তমান মৌসুমের জন্য ৩৪০ কেজি এবং ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য ৩১০ কেজি ব্রিডার বীজের চাহিদা দিয়েছে।

জাতওয়ারী বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, পুরাতন জাতসমূহের স্থলে নতুন জাতসমূহের বীজ উৎপাদনের উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং বিআর-১১ জাতের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা হয়েছে। এ পর্যায়ে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বলেন যে, ব্রিধান-৩০ কৃষক পর্যায়ে ভাল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এর বীজ সম্প্রসারণে বিএডিসি'র ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি ব্রিধান-৩১ সম্বন্ধে বলেন যে, এটিই আমন মৌসুমের জন্য একমাত্র বাদামী গাছফড়িং প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন "সুপার রাইস" কোয়ালিটির জাত এবং এর বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) এ সম্বন্ধে বলেন যে, বিগত মৌসুমে বিএডিসির সমস্ত খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিকট হতে এই জাতে অত্যধিক চিটা হওয়ার রিপোর্ট এসেছে। ব্যবস্থাপক (খামার) এবং ব্যবস্থাপক (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জানান যে, খামার পর্যায়ে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীরা বেশী চিটা হওয়ায় এ জাত চাষাবাদে অনেকটা নিরুৎসাহিত। সভাপতি মহোদয়ও বলেন যে, তাঁর সাম্প্রতিক বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে ভ্রমণের সময় কৃষকরা এ জাতে বেশী চিটা হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেছেন। ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বলেন যে, এ জাতে অত্যধিক চিটা হওয়ার সম্যক কারণ এখনও তাঁরা বের করতে পারেননি। কৃষি সম্প্রসারণের প্রতিনিধি বলেন যে, বিগত ২/৩ বছরের প্রদর্শনীর ফলাফল অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে ব্রিধান-৩০ এবং ব্রিধান-৩২ জাত ভাল ফলাফল দিচ্ছে ও কৃষক পর্যায়ে চাহিদা রয়েছে এবং ব্রিধান-৩১ এ চিটা বেশি হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে চাহিদা কম।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, বিআর-১১ জাত চাষী পর্যায়ে দু'দশক ধরে আবাদ হচ্ছে এবং বিগত বছরে কোন কোন স্থানে 'গল মিজে'র আক্রমণ হয় এবং সার্বিকভাবে এ জাতের ফলন কমে যাচ্ছে বিধায় এর বীজ উৎপাদন ধীরে ধীরে কমানো প্রয়োজন। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও নাবী আবাদের সুবিধার জন্য বিণাশাইল জাতের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। এর প্রেক্ষিতে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জানান যে, অনুমোদিত প্রকল্প "বীজের আপৎকালীন মজুদ " এর অধীনেও বিনাশাইল জাতের বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি অত্র কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহের কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেলে পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস জাতওয়ারী বীজ সরবরাহ, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য তাঁর দপ্তরে জানানো হলে তাঁরা এ সংক্রান্ত বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান। মহাপরিচালক, বীজ উইং "ভাল বীজে ভাল ফসল" বিজ্ঞপ্তিটি টেলিভিশনে আরও দেখানোর জন্য মতামত প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় এ পর্যায়ে বলেন যে, কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বহুল প্রচারের প্রয়োজনেই পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিসকে সীড প্রমোশন কমিটিতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী বীজ উৎপাদকদের নিকট হতে এখনও আমন ব্রিডার বীজের কোন চাহিদা পাওয়া যায়নি; তবে তাদের কাছ থেকে চাহিদা পাওয়া গেলে তা অন্তর্ভুক্ত করে ব্রিডার বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ উৎপাদন মৌসুমে ৯টি জাতের ৭০০০ টন প্রত্যায়িত বীজ এবং ২৭ টন স্টেজ-১ ও ১১৪ টন স্টেজ-২ ভিত্তি বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০টি জাতের যথাক্রমে ৩৪০ কেজি এবং ৩১০ কেজি ব্রিডার আমন বীজ বিএডিসি'কে সরবরাহ করবে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা'প্রতিষ্ঠান ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ২০ কেজি করে বিনাশাইল ধানের ব্রিডার বীজ বিএডিসি'কে সরবরাহ করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(৩) কৃষি তথ্য সার্ভিস উৎপাদন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জাতসমূহের বীজ বিপণনের জন্য ক্যাম্পেন আকারে বহুল প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(৪) বিআর-১১ জাতের বীজ উৎপাদন কর্মসূচী ধীরে ধীরে কমিয়ে নিয়ে আসা হবে।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ

(ক) মুগ বীজ ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, যদিও মুগ বীজ বিক্রীর অগ্রগতি কম এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ২০.৫ টন প্রাপ্যতার বিপরীতে মাত্র ৬.৯৪ টন বিক্রী হয়েছে তবুও পিপি'র লক্ষ্যমাত্রা এবং পাইলট প্রজেক্ট কর্মসূচীর চাহিদা বিবেচনা করে ১৯৯৮-৯৯ সালে ৯৬ টন বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ও ১০০ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মুগ বীজ বিক্রীর স্বার্থে বাংলাদেশের দাক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহে মুগ বীজ বিক্রী জোরদার করার জন্য মতামত দেন।

বিনা'র প্রতিনিধি ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ সালে বিনামুগ-২ জাতের ব্রিডার বীজ সরবরাহের জন্য কার্যপত্রে উল্লিখিত দু'বছরের পরিমাণ যথাক্রমে ৮০ কেজি ও ৮০ কেজির স্থলে ১৫০ কেজি ও ২০০ কেজি করার প্রস্তাব করেন। আলোচনায় বারি হতে ১৯৯৮-৯৯ সালে ৩৪০ কেজি বারিমুগ-২ জাতের ব্রিডার বীজ ১৯৯৮-৯৯ খরিফ-১ মৌসুমে সরবরাহ করা হবে বলে জানান হয়।

বারি'র প্রতিনিধি বলেন যে, অতি সত্বর বারিমুগ-৫ একটি নতুন জাত রেজিস্ট্রেশন হবে এবং এই জাতটি একই সাথে পাকে। আলোচনার পর ১৯৯৯-২০০০ সালের খরিফ-১ মৌসুমে ঐ জাতের ৭০ কেজি ব্রিডার বীজ সরবরাহ দেয়ার ব্যাপারে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে ২টি জাতের ১০০ টন প্রত্যায়িত ও ১৬.৯০ টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে যথাক্রমে ৪৬৪ কেজি ও ৭৮৬ কেজি ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(খ) মাসকলাই ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, মাসকলাই বীজের চাহিদা ও বিক্রী সার্বিকভাবে কম। তবুও দেশের ডাল বীজের প্রয়োজনীয়তা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা বিবেচনা করে ১৯৯৮-৯৯ সালে ২.৪০ টন ভিত্তি ও ৪০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের ডাল বীজের চাহিদা এবং বীজ সরবরাহের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ খরিফ-২ মৌসুমে ২.৪০ টন ভিত্তি ও ৪০ টন প্রত্যায়িত মাসকলাই বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে যথাক্রমে ৮০ কেজি ও ২১০ কেজি ভিত্তি বীজ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে বিএডিসি'কে সরবরাহ করা হবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(গ) সয়াবিন বীজ ঃ

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, সয়াবিন বীজের চাহিদা বাড়ছে এবং বিএডিসি এই বীজ সাধারণভাবে বিক্রীর জন্য বিতরণ না করে বিভিন্ন সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করে থাকে। সয়াবিন বীজের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে বিএডিসি ১৯৯৮-৯৯ সালে ১০.৫০ টন ভিত্তি এবং ১০০ টন প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তাব করেছে।

সভাপতি মহোদয় এ পর্যায়ে বলেন যে, ভাল বীজের উৎপাদন, সংগ্রহ এবং বিতরণ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। সভায় এ ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) ১৯৯৮-৯৯ সালে বিএডিসি ১০.৫০ টন ভিত্তি ও ১০০ টন প্রত্যায়িত সয়াবিন বীজ উৎপাদন করবে (পরিশিষ্ট-'ক')।

(২) ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে বারি হতে যথাক্রমে ৭৫০ কেজি এবং ৮২০ কেজি ব্রিডার বীজ বিএডিসি'কে সরবরাহ করা হবে।

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- ১৩/৫/৯৮
(মোঃ আব্দুল হালিম)
অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়
এবং
সভাপতি, সীড প্রমোশন কমিটি

পরিশিষ্ট-"ক"

১৯৯৮-৯৯ সালে বিএডিসি'র আমন, মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ উৎপাদন এবং ব্রিডার বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন সংক্রান্ত ৫-৫-৯৮ ইং তারিখের সীড প্রমোশন কমিটির ৮ম সভার সিদ্ধান্ত

ফসলের নাম	জাত	১৯৯৮-৯৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ (টন)			ব্রিডার বীজের চাহিদা/উৎপাদন কর্মসূচী (কেজি)	
		ভিত্তি		প্রত্যায়িত	১৯৯৮-৯৯ চাহিদা (মে/৯৮)	৯৮-৯৯ উৎপাদন এবং ৯৯-২০০০ চাহিদা (মে/৯৯)
		স্টেজ-১	স্টেজ-২			
১	২	৩ (ক)	৩ (খ)	৪	৫	৬
আমন	বিআর-১০	২.৫	৩.০	১৫০	৩০	৩০
	বিআর-১১	৫.০	৩০.০	২৫০০	৫০	৩০
	বিআর-২৩	২.৫	৩.০	৫০	৩০	৩০
	বিআর-২৫	১.৫	২.০	৫০	২০	২০
	ব্রিধান-৩০	২.৫	২৫.০	১৬৯০	৩০	৩০
	ব্রিধান-৩১	২.৫	১০.০	৭০০	৩০	২০
	ব্রিধান-৩২	৫.০	৪০.০	১৮০০	৫০	৫০
	ব্রিধান-৩৩	৩.০	-	-	৪০	৪০
	ব্রিধান-৩৪	-	-	-	২০	২০
	এন.শাইল	১.৫	-	৩০	২০	২০
	বিনাশাইল	১.০	১.০	৩০	২০	২০
মোট ঃ		২৭.০	১১৪.০	৭০০০	৩৪০	৩১০
মুগ	খরিফ-২					
	বারিমুগ-২	১০.২		৬৬	১১৪	১৭৬
	খরিফ-১	-		-	-	-
	বারিমুগ-২	৪.৩		৩১	২৭০	৩৪০
	বিনামুগ-২	২.৪		৩	১৫০	২০০
	বারিমুগ-৫	-		-	-	৭০
মোটঃ		১৬.৯		১০০	৫৬৪	৭৮৬
মাসকলাই	খরিফ-২					
	বারিমাস-১ (ম্যাক-১)	১.১০		৪০.০	৭০ -	১০০
	বিনামাস-১	০.৩০		-	১০	১০
মোট ঃ		২.৪০		৪০.০	৮০	২১০
সয়াবিন	খরিফ-২					
	পিবি-১	৭.০০		১০.০০	৫০০	৫৭০
	রবি					
	পিবি-১	১.৭৫		৮৫.০০	১২৫	১২৫
	জি-২	৭.৭৫		৫.০০	১২৫	১২৫
মোট ঃ		১০.৫০		১০০.০০	৭৫০	৮২০

স্বাক্ষরিত/-১৩.৫.৯৮
(জি.এম.মঈনুদ্দীন)
মহা-ব্যবস্থাক (বীজ), বিএডিসি
এবং
সদস্য সচিব, সীড প্রমোশন কমিটি

পরিশিষ্ট-"খ"

৫-৫-৯৮ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৮ম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	টেলিফোন নম্বর
১.	জনাব মুঃ ফজলুল হক রিকাবদার	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	৯১১২২৬০
২.	জনাব গোলাম আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	০৬৮১-২০৩৩
৩.	মিঃ নরেন্দ্র কুমার সাহা	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৯৩৩৪৪০২
৪.	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, ডি.এ.ই	৩২৬৬৭১
৫.	ডঃ এম. এ. হামিদ	সি.এস.ও, বিনা, ময়মনসিংহ	৫৪০৪৭
৬.	ডঃ এ. বি. এম. আব্দুল্লাহ্	পরিচালক, বিজেআরআই	৯১১৬০৯৬
৭.	ডঃ তুলসী দাস	প্রধান উদ্ভিদ প্রজণন বিভাগ, বিআরআরআই	৯১২৯৫২১
৮.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬৬০৮৭
৯.	জনাব আই.এন.বড়ুয়া	ব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ). বিএডিসি	৯৫৫২৩০৪
১০.	কাজী নিজামুল আলম	ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি	৯৫৫২০৯৬
১১.	জনাব ওয়াহিদুজ্জামান	উপ-পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি	
১২.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৬৪৫১৩
১৩.	জনাব মোঃ মোস্তফা হুসেন	ব্যবস্থাপক (কঃগ্রোঃ), বিএডিসি, ঢাকা	৯৫৫২৬০১
১৪.	জনাব জি.এম. মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	৯৫৫২৩১৭